দারুসে কুরআন সিরিজ-৩৭

সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

সূরা আল-ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ-৩৭

সূরা আল-ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা আল-ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৯২
পনেরতম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৪

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশদাশ লেন,
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাঁদের জন্যে ঃ

* যাঁরা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান
* যাঁরা তাফসীর পড়ার সময় পান না
* যাঁরা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন
* যাঁরা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী
* যাঁরা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না
* যাঁরা ইমাম, খতীব, মুবাল্লিগ, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এ সিরিজের বৈশিষ্ট ঃ

* ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা
* সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ
* সহজ বোধ্য ভাষায় অকল্পনীয় যুক্তি
* অল্প মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

* দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানে বিস্তার ঘটান
* লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেক বার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

ভূমিকা

লাইলাতুল ক্বদর যাকে ফার্সি ভাষা মিশ্রিত করে আমরা বলি শবে ক্বদর। অর্থাৎ ক্বদরের রাত। এই রাতের ফজিলাত নিয়ে রাসূল (স)-এর ১৪ শত বছর পরেও অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। যার কারণে আমি এই রাতের ফজিলাতের ব্যাপারে বহু স্থানে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। অতঃপর আমাকে যারা চিনেন যে আমি দারসে কুরআন সিরিজ লিখে যাচ্ছি তাঁরা অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন শবে ক্বদর ও শবে বরাত সম্পর্কে কিছু লিখতে বিশেষ করে যে লোকটি আমাকে বার বার অনুরোধ করেছে এবং যার নিকট ওয়াদা করেছিলাম যে হাঁ, ইনশাআল্লাহ লিখব তিনি হচ্ছে মীরপুর ১০ নং এর খন্দকার আবদুল মান্নান সাহেব যাঁর ১০ নং গোল চক্করের কাছে একটা দোকানও আছে, তাঁর দোকানে বসেই আমার মনে হয় কয়েকবার তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছি যে, হাঁ, আপনার সঙ্গে আমার ওয়াদার কথা মনে আছে। আমি ইন্‌শাআল্লাহ লিখব। তাই লিখছি কিন্তু দারসে কুরআন সিরিজের বই আর বেশী লেখার কোন নিয়েত নেই এখন আল্লাহর উপর ভরসা করে চেষ্টা করে যাচ্ছি শব্দে শব্দে অর্থসহ, সহজ ভাষার অনুবাদ এবং সহজবোধ্য আয়াত ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও মূল শিক্ষা সহকারে পুরা কুরআনের তাফসীর লেখার আল্লাহর কাছে সর্বদাই মুনাজাত করি এবং আমার পাঠক পাঠিকা ও শুভাকাংখীদের নিকট দোয়া চাই যে আল্লাহ আমাকে তাফসীর লেখার সময় দেন। আল্লাহ আমার এ মুনাজাত কবুল কর। আমীন ছুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শবে বরাত কি?	৯
নাযিল হওয়ার সময়কাল	১৩
পূর্বের কথার পুনঃব্যাখ্যা	১৬
সূরা ক্বদর	১৮
এ সূরায় বলা হয়েছে	২৪
ভারতের অবস্থা	২৬
এটাও কি ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়?	২৬
জীবজন্তু ও গাছপালারও ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেছে	২৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শবে বরাত কি?

শব তো ফার্সি কথা, কাজেই আল কুরআনে 'শব' শব্দ থাকার কোন কথা না, আর বরাত বলেও আরবীতে কোন কথা নেই। এ দুটো শব্দই ফার্সি শব্দ। তবে বারায়াত নামে আল্ কুরআনের সূরা তওবার প্রথমে যে শব্দটা রয়েছে তার সঙ্গে সৌভাগ্যের রাত' কথার কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। আর 'শবে বরাত' বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে বরাত বা সৌভাগ্যের রাত। শাবান মাসের মধ্য রাত্রে আল্লাহর রাসূল (সঃ) নফল ইবাদাত বন্দেগী করেছেন, এর সমর্থনে হাদীস আছে। আর আল্ কুরআনে সূরা দুখানের ৩নং আয়াতে বলছেন–

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ ـ

"নিশ্চয়ই আমি উহা (আল্ কুরআন) নাযিল করেছি এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে।" এই মুবারাকাত ও সূরা ক্বদরের 'ক্বদর' শব্দ সমার্থবোধক কাজেই এটা যে ঐ ক্বদরের রাতকেই বুঝায় না তা বলা যায় না। তবে তিরমিজি শরীফে এমন হাদীস রয়েছে যাতে শাবান মাসের মধ্য রাতকেই মুবারক রাত হিসাবে বলা হয়েছে কিন্তু এ প্রসংগে তিরমিজি শরীফের হাদীসে এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যা মুসলমানদের মূল আক্বীদার সঙ্গে মিল খায় না, যেমন তাতে বলা হয়েছে ঐ রাতে আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে আসেন এবং বান্দাদের ডেকে বলেন, কে আছ আমার নিকট মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দেব... ইত্যাদি। এতে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে আল্লাহর কি দেহ আছে যে দেহ নিয়ে তিনি সাত তবক আসমান থেকে প্রথম তবক আসমানে নেমে আসেন? আর তখন কি আরশে মুয়াল্লা আল্লাহ শূণ্য অবস্থায় থাকে? নাউজুবিল্লাহ্ তা কখনও হতে পারে না। আর আল্লাহ তো সর্বত্রই আছেন। এ ছাড়াও আল্লাহ তার নিজের ভাষায় বলছেন "আমি মানুষের শাহা রগের চাইতেও নিকটে আছি।" তাহলে তো বোঝা গেল, আল্লাহ সব সময়ই আমাদের সঙ্গে আছেন। কাজেই আল্লাহর সাত তবক আসমান থেকে প্রথম তবক আসমানে আসার দরকারটা কী? তিনি তো সব সময়ই সর্বত্রই আছেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের মূল আক্বীদার পরিপন্থি। এ কারণেই (হাদীস) ইবনে মাজাতেই এই হাদীস বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ঈমাম বোখারী এটাকে সহীহ্ হাদীস বলেননি।

www.pathagar.com

এর থেকে মনে হয় যে, শবে বরাত যার মধ্যে আরবী শব্দ একটিও নাই তার সমার্থবোধক কোন শব্দও আল্ কুরআনে নাই। তাই ঐ রাতকে নিয়ে আমরা যতটুকু মাতামাতি করি সেটা আমার মতে ঠিক হয় না। কারণ স্বরূপ বলব, এই শবে বরাতে এমন দু'টো কাজ করা হয়, যার দু'টোই লাভের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ ঘটায়, যথাঃ

(১) বলা হয় ঐ রাত্রে যদি সারারাত নফল নামাজ পড়া হয় তবে সামনের এক বছরের জন্যে তার বরাতে (ভাগ্যে) আল্লাহ অনেক কিছুই লিখে দিবেন কারণ রাতটাই হলো বরাতের বা ভাগ্যের রাত। ভাগ্যকে যে যত সুপ্রসন্ন চায় সে তত বেশী বেশী নফল নামাজ পড়ে। এর ফল হয় এই যে, যারা রাত ৩টে-৪টে পর্যন্ত জেগে নফল নামাজ পড়ে তারা ফজরের নামাজের ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা দুয়েক আগে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে ফজরের নামাজ ঠিক ওয়াক্ত মত আদায় করতে পারে না। এটা আমি একেবারে বাচ্চাকাল থেকেই দেখে আসছি এ ব্যাপারে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, তখন আমি মাদ্রাসার ছাত্র আমাদের ক্লাসের একজন ছাত্র এক বাড়িতে লজিং থাকে, তখন যেহেতু আমরা একেবারেই নিচের ক্লাসের ছাত্র ছিলাম এবং বয়সও কম ছিল তাই আমরা যে বাড়ি লজিং থাকতাম তাদের বাড়ির ভিতরে যেতাম এবং মেয়ে ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে কথা বলত। ঐ সময়ের বা ঐ বয়সের কথা, একদিন আমার ক্লাস ফ্রেন্ড, যার কথা বলছিলাম সে শবেবরাতের ছুটির পর মাদ্রাসায় এসে বলল যে, আমার লজিং নেই। আমাকে একটা লজিং খুঁজে দিতে হবে। বলল হুজুরদের কাছে। হুজুররা জিজ্ঞেস করলেন তোমার লজিং নেই কেন? সে বলল, হুজুর আমি যে বাড়ি থাকি তাদের বাড়ির একটা মেয়েছেলেকেও ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে দেখিনি কিন্তু শবে বরাতের রাতে তাদের বাড়ির মেয়েরা (মহিলারা) আমাকে শবে বরাতের নামাজ কিভাবে পড়তে হবে জিজ্ঞেস করল, তখন আমি বেখেয়ালে একটা কথা বলেছিলাম। এজন্য তারা আমাকে অনেক গালি দিয়েছে এবং বলেছে, তোমাকে আর রাখব না। কথাটা আমার সামনেই হচ্ছিল, হুজররা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলেছিলে? জবাবে সে বলল, হুজুর আমি বলে ফেলেছিলাম আমাদের এলাকার একটা কথা-যা মানুষ এরূপ ক্ষেত্রে বলে থাকে, ঐ সময় আমি হঠাৎ খেয়াল করতে পারিনি যে কথাটাকে তারা এত কড়াকড়িভাবে ধরবে। যা বলেছিলাম তার অর্থ হল, "যারা পায়খানা করে পানি খরচ করে না, তারা প্রসাব করে গলা পানিতে নামে। (অবশ্য ভাষাটা ঠিক এরূপ নয়, যেহেতু

www.pathagar.com

কথাটা রুচি বিবর্জ্জিত তাই তার ভাবার্থটাই বললাম) বল্ল যে আমার এ কথায় তারা ক্ষেপে উঠল, পরে যদিও তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে যারা ফরজ পড়ে না তাদের নফলের খোঁজ নিয়ে দরকারটা কি। কিন্তু আমার কোন কথাই তারা শুনল না, আমাকে বলল, তুমি অন্যত্র লজিং দেখ। এটা বল্লাম, একটা বাড়ির অবস্থা বুঝানোর জন্যে। প্রকৃত পক্ষে ওপার বাংলার ও এপার বাংলার বহু লোকেরই মনের বিশ্বাস যে ৫ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লেও ঐ রাত্রে বরাতকে ভাল করার জন্যে শবে বরাতের নামাজ পড়াই লাগবে। এতে নিয়মিত নামাজিদেরও ফজরের নামাজ কাজা হয় অবশ্য সবার ব্যাপারে না হলেও অধিকাংশের ব্যাপারে যে এরূপ হয় তা এ দেশের প্রত্যেকেই জানেন। এজন্যে ১ম কুফল হলো নফলের কারণে ফজর তরক হওয়ার আশংকা।

২নং ঐ রাতে হালুয়া রুটি খাওয়াই লাগে এবং শুধু নিজেরা খেলেই চলে না, প্রতিবেশীদেরও দিতে হয়, এবং ইমাম সাহেবকে তো দেয়াই লাগে। এই হালুয়া রুটির মূল কারণটা আমার নিকট এখনও অস্পষ্ট। কিছু কিছু লোকে বলে থাকেন যে কথার সঙ্গে ইতিহাসের বা সত্যের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই।

তা হচ্ছে এই যে ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার পর নাকি রাসূল (সঃ) দাঁতের ব্যাথায় নরম হালুয়া রুটি খেয়েছিলেন, সেই জন্যেই শবে বরাতে নরম হালুয়া-রুটির প্রচলন হয়েছে। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধ তো শাবান মাসে হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবুও যদি ধরেই নেই যে, রাসূল (সঃ)-এর দাঁত ভাঙ্গার কারণে তিনি যে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন তা তিনি নবী হিসাবে খাননি, খেয়েছেন রুগী হিসাবে। কিন্তু সুন্নাত হচ্ছে আল্লাহর রাসূল, রাসূল হিসাবে যা করেছেন ঐটা আমাদের জন্য সুন্নাত, কিন্তু রুগী হিসাবে বা বিশেষ আবহাওয়ার দেশে বসবাসের কারণে, মরুভূমির দেশে বাস করার কারণে, অভ্যাসগতভাবে কোন কিছু করার কারণে এবং ষষ্ঠ শতাব্দির লোক হওয়ার কারণে যা করেছেন তার কোনটাই আমাদের জন্যে সুন্নাত নয়। সুন্নাত শুধু আল্লাহর রাসূল রাসূল হিসাবে যা করেছেন এবং যা আমাদের করতে বলেছেন সেটাই, এ কারণে এটা স্পষ্ট করে বলা চলে যে, যদি ধরেই নেই হুজুর (সঃ) দাঁত ভাঙ্গার কারণে যে হালুয়া রুটি খেয়েছিলেন সেই হালুয়া রুটি তিনি রাসূল হিসাবে খাননি, খেয়েছেন রুগী হিসাবে। কাজেই ঐ হালুয়া রুটি আমাদের জন্যে তখনই সুন্নাত হবে যখন আমরা

www.pathagar.com

রাসূল (সঃ) যেমন রাসূল হিসাবে বাতিলের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাঁত ভেঙ্গেছিলেন, তেমন আমরা যদি নবীয়ানা কাজ করতে গিয়ে রাসূল (সঃ) ন্যায় দাঁত ভেঙ্গে আসি তাহলে সেই দিনই হালুয়া রুটি আমাদের জন্যে সুন্নাত হওয়ার কথা। এর আগ পর্যন্ত হালুয়া রুটি আমাদের উপর সুন্নাত হওয়ার কোন কারণই কুরআন হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। কাজেই শবে বরাতের অনুষ্ঠানের মধ্যে ইসলামের মৌলিক জিনিসের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও অনুষ্ঠান, আতশবাজী, হালুয়া রুটি এটা এখনো চালু আছে। এতে বিশেষ করে যেহেতু মোল্লা শ্রেণীর কিছু লোকের স্বার্থ আছে তাই হালুয়া রুটির রেওয়াজ দূর করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। কারণ চেষ্টা করে আসছি ছাত্র জীবন থেকে হালুয়া রুটির রেওয়াজ বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু পারিনি, পারিনি শুধু তাদেরই জন্যে যাদের এর মধ্যে কিছু স্বার্থ আছে। আমি এ প্রসঙ্গে আর কিছুই বলব না, এবার বলব শবে ক্বদর সম্পর্কে। যার কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ আল্ কুরআনে ক্বদর নামে একটা সূরাই নাজিল করেছেন, যার দলীল খুঁজতে আল্ কুরআনের বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এবার শুনুন আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ ক্বদরের রাত সম্পর্কে কি বলছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۔ وَمَآ اَدْرٰكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌمِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۔ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۔ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۔

অনুবাদ ঃ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১। আমি ইহা (এই কুরআন) নাযিল করেছি এক অতি সম্মানিত মহিমান্বিত রাতে।

২। তুমি কি জান সেই মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে?

৩। সে মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।

৪। প্রত্যেক কাজে সে রাতে ফেরেস্তাগণ ও রূহ্ (অর্থাৎ হজরত জিব্রাইল (আঃ) নাযিল হন তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে।

৫। সকাল না হওয়া পর্যন্ত এ রাত্রি পুরাপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ إِنَّا নিশ্চয়ই আমি أَنْزَلْنَاهُ আমি ইহা নাযিল করেছি; অর্থ এখানে কুরআন বুঝান হয়েছে। فِي মধ্যে لَيْلَةٌ রাত الْقَدْرُ এক মহিমান্বিত। وَمَا أَدْرَاكَ আর তুমি জান কি; مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে لَيْلَةُ الْقَدْرِ (সেই) মহামান্বিত রাত। خَيْرٌ উত্তম বা শ্রেষ্ঠ مِنْ অপেক্ষা أَلْفِ হাজার شَهْرٍ মাস تَنَزَّلُ নাযিল হয় الْمَلَائِكَةُ ফেরেস্তাগণ وَالرُّوحُ এবং ফেরেস্তা প্রধান হজরত জিব্রাইল (আঃ) فِيهَا ইহার মধ্যে (অর্থাৎ এই রাতে) بِإِذْنِ অনুমতিক্রমে رَبِّهِمْ তাদের রবের مِنْ كُلِّ أَمْرٍ প্রত্যেক কাজে سَلَامٌ শান্তি هِيَ সে (রাত) حَتَّى যতক্ষণ পর্যন্ত مَطْلَعِ উদয় হয় الْفَجْرِ ফজরের সময়।

নাজিল হওয়ার সময়কাল

এটা মাক্কি ও মাদানী সূরা হওয়ার ব্যাপারে ইখ্‌তিলাফ আছে। তা সত্ত্বেও এটা মাক্কি সূরা হওয়ার পক্ষে জোরাল যুক্তি রয়েছে। যথা ঃ এর পূর্বের সূরাই হচ্ছে সূরা আলাক। আর সূরা আলাকের ১ম থেকে ৫ম আয়াতই হচ্ছে আল্ কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫টি আয়াত। এরপরই যখন সূরা ক্বদরকে আনা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হলো, সে কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। এছাড়াও ১ম থেকে ৫ম আয়াত শুনেই কাফের মুশরিকেরা মনে করছিল যে, এ বোধ হয় এমন কোন বাণী আসছে যা আমাদের সর্বনাশের কারণ হতে পারে। এ কারণেই বলা দরকার ছিল যে, এ কুরআন কোন অনিষ্টের বাণী নিয়ে আসছে না বরং আসছে এক চরম সৌভাগ্য লাভের বাণী নিয়ে। এ কথাটা যেহেতু আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ ওতপ্রতোভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাই এটা মাক্কি সূরা হওয়াটাই স্বাভাবিক, এই জন্যে কতিপয় তাফসীরকারক ছাড়া আর প্রায় তাফসীরকারকগণ এ কথায় একমত যে এটা মাক্কী সূরা।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআনকে নাজিল করা হয়েছে ক্বদরের রাতে। এখন প্রশ্ন ক্বদরের রাত বলতে কি বুঝায়? ক্বদর সাধারণতঃ ৩ (তিন) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যথা (১) قَدْرٌ অর্থ মহাসম্মান, (২) قَدْرٌ থেকেই তাকদীর, আর তাকদীর বলতে ভাগ্যের বণ্টন বুঝায়। আর এই قَدْرٌ শব্দ থেকেই, تَقْدِيْرٌ অর্থ ভাগ বাটোয়ারা করা, আর তাকদীর বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নির্ধারিত ভাগ্য। আর ভাগ্য শব্দটাও 'ভাগ' শব্দ থেকে। কাজেই এটা বুঝতে আর কারো পক্ষেই অসুবিধা রইল না।

قَدْرٌ অর্থ ভাগ আর تَقْدِيْرٌ অর্থ ভাগ্য। (৩) قَدْرٌ এর অপর অর্থ ভাগ্যোন্নয়ন। এই অর্থে لَيْلَةُ الْقَدْرِ অর্থ ভাগ্য গড়ার রাত বা ভাগ্যোন্নয়নের রাত। তাহলে সংক্ষেপে قَدْرٌ থেকে আমরা বুঝব এটা–

১। মহাসম্মানিত রাত।

২। এটা ভাগ্যের রাত বা সৌভাগ্যের রাত।

৩। এটা ভাগ্য গড়ার রাত বা ভাগ্যোন্নয়নের রাত। প্রকৃতপক্ষে তিনটে কথার মধ্যেই একটার সঙ্গে আরেকটার যোগসূত্র রয়েছে। আর قَدْرٌ শব্দের এই ৩টে অর্থ হওয়াই সর্বাধিক যুক্তি সঙ্গত। অর্থাৎ (১) যে রাতে শুধু মানুষেরই নয়, বস্তুতঃ পক্ষে গোটা সৃষ্ট জীবেরই ভাগ্যোন্নয়নের রাত, সে রাত অবশ্যই মানব জাতির ও জীবকুলের জন্যে এক বিরাট সৌভাগ্যের রাত। আর এ রাত যদি মহাসম্মানিত রাত না হবে তবে আর কোন রাতকে আমরা মহাসম্মানিত রাত বলতে পারি? কাজেই তিনটে অর্থই এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, সূরা দুখানের ৩নং আয়াতে যে বলা হয়েছে

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ۔

প্রায় সমার্থবোধক শব্দ। কাজেই শাবান মাসের মধ্য রাতকে আর ক্বদরের রাতকে পৃথক করে দেখার কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। অর্থাৎ যেটাই ক্বদরের রাত সেইটাই মুবারক রাত এবং শাবান মাসের মধ্য রাত বা শবে বরাতের রাতকেই সূরা দুখানে উল্লেখিত মুবারক রাত মনে

www.pathagar.com

করার কোন কারণ আমার জ্ঞানে ধরে না, এছাড়া এর সপক্ষে সহীহ হাদীসের কোন দলীলও পাওয়া যায় না। পূর্বেই বলেছি এ সম্পর্কে হাদীস, ইবনে মাজা শরীফে যদিও এ ব্যাপারে হাদীস আছে তা ইমাম বোখারী সহীহ বলে স্বীকার করেননি। তবে অন্য যে কোন কারণেই হোক রাসূল (সঃ) ঐ রাতে নফল নামাজ পড়েছেন কিন্তু ঐ রাতে কাউকে নফল নামাজ পড়ার কথা বলেছেন বলে কোন সহীহ হাদীস নেই। কিন্তু ক্বদরের রাতের ব্যাপার ভিন্ন, এটা তো পরিষ্কার আল্ কুরআনেরই কথা।

অবশ্যই এ কুরআন এক বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।

এরপর দেখুন এই সূরা ক্বদরের মধ্যে আল্লাহ বলছেন–

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ ۔ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۔

প্রত্যেক কাজে সে রাতে ফেরেস্তাগণ ও রূহ্ বা জিব্রাইল (আঃ) নাযিল হন তাদের রবের অনুমতিক্রমে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত এ রাত থাকে পুরাপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার।

আবার দেখুন সূরা দুখানের ৪-৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۔ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسَلِيْنَ ۔ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

এটা ছিল সেই রাত যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারে বিজ্ঞোচিত ফয়সালা আমার নিকট থেকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে (অর্থাৎ এ এমন এক রাত যা আল্লাহ রাজকীয় আইন শৃংখলার একটা অংশ বিশেষ, যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি, ও দেশ সমূহের এক বছরে ভাগ্য যা আল্লাহর পূর্ব হতেই জানা আছে তা মানুষের সঙ্গে নিয়োজিত আল্লাহর দেয়া মুহাফিজ ফেরেস্তাদের কাছে সোপর্দ করে দেন যেন ফেরেস্তাগণ সেই অনুসারে কর্ম তৎপর হতে পারে।) আমি এক রাসূল প্রেরণকারী যা তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন ও শুনেন।

এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ ঐ কুরআন নাযিলের রাতকেই প্রথমে সূরা ক্বদরের মাধ্যমে বলেছে সংক্ষিপ্তকারে। আর ঐ একই বিষয়ের উপর পরে বলেছেন একটু বিস্তারিতভাবে। কাজেই لَيْلَةٌ مُّبٰرَكَةٌ ও لَيْلَةُ الْقَدْرِ প্রায় সমার্থবোধক শব্দ।

www.pathagar.com

পূর্বের কথার পুনঃব্যাখ্যা

পূর্বেই বলেছি قَدْرٌ এর তিনটে অর্থ যথা–

১। সম্মানিত রাত (এর কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই। এটা সহজেই মানুষ বোঝে।

২। সৌভাগ্যের রাত। এর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মানুষকে আল্লাহ যেহেতু খলিফা করেছেন তাই মানুষকে আল্লাহ ব্যক্তি স্বাধীনতা ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছা মুতাবিক কর্মক্ষমতা দিয়েছেন। এবং আল্লাহ যেহেতু 'আলিমুল গাইব' তাই তিনি পূর্ব থেকে জানেন, যে ব্যক্তিকে স্বাধীনতা, ইচ্ছাশক্তি ও ইচ্ছা মুতাবিক কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করবেন। সে তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাবে না কি আল্লাহর আইন কানুনের সঙ্গে বিরোধিতার কাজে লাগাবে। আর তিনি মানুষ সম্পর্কে পূর্ব থেকে আলিমুল গাইব হিসাবে জানেন তাই ফেরেস্তা যারা মানুষের সঙ্গে তার হেফাজতের জন্যে প্রতি নিয়ত (মানুষের) সঙ্গে থাকে তাদেরকে অর্থাৎ সেই সব ফেরেস্তাদেরকে আল্লাহ প্রতি বছরের তকদীর সম্পর্কে জানিয়ে দেন। কারণ আল্লাহ তো তা পূর্ব থেকেই জানেন। আর সেই আগামী এক বছরের মধ্যে কখন তার উপর দিয়ে কি অবস্থা যাবে তা আল্লাহ যেমন জানিয়ে দেন তেমন একথাও জানিয়ে দেন–ধরুন এক বছরের মধ্যে কোন এক দিন তার সফর হালাতে যে বাসে করে সে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবে তখন অমুক দিন তার বাসটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়তে যাবে তখন তুমি (অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যে মুহাফিজ ফেরেস্তা থাকে তাকে বলে দেয়া হবে তার সেই এক বছরের তকদীর নামার ভিতরে) যে ঐ বাসটাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার উপর তুলে দিও। এভাবে মুহাফিজ ফেরেস্তারা হর-হামেশাই মানুষকে করে থাকে কিন্তু আমরা তা চোখে দেখি না। আবার কারো সম্পর্কে লেখা থাকতে পারে যে, তোমার হেফাজতে যে মানুষটা রয়েছে সে একদিন নৌকায় নদী পার হতে বিরাট ঢেউয়ের মধ্যে পড়বে। সেদিন তুমি নৌকাটাকে এমনভাবে ধরে থাকবে যেন তা পানিতে ডুবে না যায়। এই ধরনের বহু কথাই তাতে লেখা থাকে এবং মুহাফিজ ফেরেস্তা সেই অনুযায়ী কাজ করে। মানুষ মনে করে যে, অল্পের জন্যে বাসটা বেঁচে গেছে, অল্পের জন্যে নৌকাটা বেঁচে গেছে কিন্তু

www.pathagar.com

কি সেই 'অল্পের জন্যে' তা জানে না কেউই। আমি নিজে সচক্ষে দেখে আসছি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মাস্টার গোলাম হোসেন সাহেবের ভাই তার নাম 'যশোর আলি' তাকে পাক সেনারা ১৪ জনের একটা গ্রুপের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে লাইনটা সোজা করে একটা গুলি ছোড়ে যাতে ১৩ জনের বুক বিদ্ধ হয়ে ১৩ জন তখনই মরে যায়, সেই সাথে যশোর আলিও বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। হুশ হওয়ার পর দেখল কাছে অনেক লোক এবং সামনের পিছনের সবাইয়ের বুক বিদ্ধ হয়ে গুলী পার হয়ে গেছে এবং তারা সবাই মরে রয়েছে। আর দেখল যে একই সমলাইনে দাঁড়ান ছিল তার বুকের এক পাশের একটু চামড়া কেটে গেছে। একটু সামান্য ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। তাকে কোন হাসপাতালেও চিকিৎসার জন্যে যেতে হয়নি, আমি তাকে এবং তার চামড়া কেটে যাওয়া জায়গায় একটা দাগ স্বচক্ষে দেখেছি। এটা কি করে হলো? এটা শুধু এইভাবেই হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ ঐ যশোর আলীর মুহাফিজ ফেরেস্তার কাছে দেয়া ঐ যশোর আলীর এক বছরের তাকদীর নামায় ফেরেস্তার প্রতি নির্দেশনামা লেখা ছিল যে, গুলীটা যশোর আলী পর্যন্ত গেলে এক পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আবার সমলাইনে তুলে দিও অথবা গুলীটা যশোর আলী পর্যন্ত আসলে যশোর আলীকে একটি ধাক্কা দিয়ে গুলী খাওয়া লোকের মতই ফেলে দিও এবং যশোর আলীর গায়ে একটা চিহ্ন রাখার জন্যে গুলীতে তার একটু চামড়া কেটে দিও। এইভাবে প্রত্যেকের সম্পর্কেই কিছু না কিছু এমন কথা লেখা ঐ রাত্রে ফেরেস্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় যার মধ্যে প্রত্যেকেরই কোন না কোন ব্যাপারে আল্লাহ তার বিপদ মুক্তির কথা ফেরেস্তাদের হাতে দেয়া তাকদীর নামায় লেখা থাকে। যার জন্যে বহু বিপদ আপদে ফেরেস্তাগণ আমাদের সাহায্য করে যা লোক চক্ষুর অন্তরালে করে থাকে। এ কারণেই এ রাতটা সৌভাগ্যের রাত। কারণ, আল্লাহ যদি প্রত্যেকের সঙ্গে মুহাফিজ ফেরেস্তা না রাখতেন এবং তাদেরকে দিয়ে যদি বড় বড় বিপদ মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ আল্লাহ না দিতেন তাহলে সেটা কি আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হত না? নিশ্চয়ই হত। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার যে ব্যবস্থা করেন ফেরেস্তাদের মাধ্যমে যার জন্য আমাদের যে কত বিপদ কেটে যায়, আমরা কজনা তার খবর রাখি?

এবার অবশ্যই বুঝতে বাকি রইল না যে, ঐ রাতকে সৌভাগ্যের (যার আরবী হচ্ছে– (قدر) রাত কেন বলা হয়। আর এটা জানান হয় সেই রাতেই যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল।

www.pathagar.com

এবার বলতে বাকি রইল ৩নং অর্থাৎ ভাগ্যোন্নয়নের রাত কেন বলা হয়। কারণ তো তিন অর্থেই ব্যবহার হয় বরং শেষ অর্থেই বেশী বেশী ব্যবহার হয় তাই শেষ অর্থ বা ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাখ্যাটাই একটু বিস্তারিতভাবে আসা দরকার। তাই যদিও আমি এর সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা দেয়ার নিয়েত করেছি কিন্তু এমনভাবে লেখার চেষ্টা করব–ইনশাআল্লাহ যে আমার লেখা সংক্ষেপ হলেও যারা পাঠক পাঠিকা তারা এর থেকে বহু কিছুই আঁচ করতে বা বুঝতে সক্ষম হবেন। এবার শুনুন ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাখ্যা ঃ

সূরা ক্বদর

ক্বদরের অর্থ ভাগ্য উন্নয়ন। এই অর্থে লাইলাতুল ক্বদর অর্থ ভাগ্যোন্নয়নের রাত। এ ভাগ্যোন্নয়নের অর্থ এ নয় যে এ রাত্রে যত বেশী নফল ইবাদত বন্দেগী করা যাবে ততোই আল্লাহ এক বছরের জন্যে তার ভাগ্যে এমন অনেক কিছু লিখে দিবেন যার দ্বারা তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং সে ধনী মালদার এমন একটা কিছু হয়ে যাবে এবং এক বছরের মধ্যে তাঁর কোন রোগ ব্যাধি হবে না। এইরূপ চিন্তা করা ইসলামী আক্বীদার খেলাফ। মূলকথা হচ্ছে এই যে, কারো ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে বা ব্যক্তিগত জীবনের ভাগ্যের উন্নতি হবে; এটা নয়, ভাগ্যের উন্নতি হবে গোটা মানব জাতির। অর্থাৎ যে রাত্রে কুরআন নাযিল হয় ঐ রাতটা হচ্ছে কুরআন নাযিল পরবর্তী দুনিয়াবাসীদের জন্যে এক ভাগ্য উন্নয়নের রাত। এর মূল অর্থ হলো ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার এবং চিকিৎসা ও কারিগরী বিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধন দরকার তার সব কিছুর উৎস রয়েছে যে কুরআনে সেই কুরআন নাযিল হওয়ার রাতটাই হচ্ছে লাইলাতুল ক্বদর। অর্থাৎ ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে যা যা দরকার তার সবকিছুই অর্থাৎ তার জ্ঞানের সব কিছুর উৎসই নাযিল হলো এ রাত্রে। ঐ প্রসঙ্গে এ সূরার ঐ কথাটার দিকে লক্ষ্য করে চিন্তা করতে পারি যে আল্লাহ কেন বললেন–

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

অর্থাৎ–"তুমি কি জান যে লাইলাতুল ক্বদর কী"?

কারণ এখনই তা জানবার কথা নয়, এ রাত্রে যে কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হলো বা লওহে মাহ্‌ফুজ থেকে আল্ কুরআনকে পৃথিবীতে নাযিল করার

www.pathagar.com

জন্যে স্থানান্তর করা হলো, তা পুরাপুরি নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের তা জানবার কথা নয়। যখন পুরা কুরআন নাযিল হয়ে যাবে এবং আল কুরআন থেকে বিজ্ঞানের এক একটা উৎস বের করে নূতন নূতন এমন জিনিস আবিস্কার হবে যাতে পৃথিবীর ভাগ্যের উন্নয়ন হবে, তখন বুঝবে ক্বদরের আসল ব্যাখ্যা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলব, এমন একদিন ছিল যখন।

(১) বাংলাদেশেরও বহু লোক হজ্জের ৬ মাস পূর্বে বাড়ি থেকে হেঁটে হেঁটে দল বেঁধে, হজ্জ করতে রওনা হয়েছে। তারা প্রতিদিন গড়ে ২০ মাইল পথ হেঁটে ৬ মাসের ১৮০ বা ১৮৩ দিনে সাড়ে ৩ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে হজ্জ করতে গিয়েছেন। হজ্জ সেরে আবার একটানা ৬ মাস প্রত্যহ গড়ে ২০ মাইল করে হেঁটে দেশে বা বাড়ি ফিরেছেন। আর কুরআন নাযিল হওয়ার পরই (কুরআনের) সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ -

এবং তাদের জন্যে (অর্থাৎ পরবর্তীদের জন্যে) আমি সৃষ্টি করব অনুরূপ ভাবে (অর্থাৎ পানিতে চলা জাহাজের মত আকাশে চলবার মত) আরো যানবাহন, যাতে তোমরা আরোহণ করবে। এভাবেই মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। এখন বলুন, আজ যে ৬ মাসের পথ ৬ ঘণ্টায় যেতে পারছি এটা কি সামগ্রিকভাবে কুরআনী যুগের গোটা মানব জাতির ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপার নয়?

(২) চাঁদে গিয়ে মানুষ স্বচক্ষে দেখে আসল চাঁদ রসূল (সঃ)-এর আঙ্গুলের ইশারায় দুই ভাগ হয়ে আবার একত্রিত হওয়ার নমুনা এবং সেখান থেকে আনা শিলা পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা বলল "এটা ১৪ শত বছর পূর্বে জোড়া লাগা" এতে সেই দুই জনই মুসলমান হয়ে যায় যে দুই জন চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিল আল-কুরআনের সূরা আল-কামারে উল্লেখিত কথাগুলো কাঁটায় কাঁটায় সত্য। এটা কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়? আজ মহাশূন্যে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহগুলোর তথ্য সন্ধান করছে এই কুরআনী যুগে যার আবিষ্কারের উৎস রয়েছে আল কুরআনে, কাজেই কুরআন নাযিলের রাতকে কি ভাগ্যোন্নয়নের রাত বলা যাবে না?

www.pathagar.com

৩। আজ যে রিমোট কন্টোল মেশিন আবিষ্কার হচ্ছে আজ যে ক্যালকুলেটার ও কম্পিউটার আবিষ্কার হলো, এটাও তো কুরআনী যুগের, যে কুরআনের কথা আল্লাহ আল কুরআনে বলেছেন يٰسٓ ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ইয়াসিন। শপথ এই বিজ্ঞানময় কুরআনের" এতে তো আল্লাহ নিজেই বলেছেন এটা বিজ্ঞানময় কুরআন, এই বিজ্ঞানের ফলে আজ মহাশূন্যের খেয়াজানের মেশিনে কোন গন্ডগোল দেখা দিলে হাজার হাজার মাইল দূরে এই দুনিয়ায় বসে আকাশযানের মেশিনকে মেরামত করে নভোচারীদের জীবনের নিরাপত্তা লাভের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটাকি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়?

৪। পূর্বে সমাজে একটা কথা চালু ছিল যে উদরী বাদরী যক্ষা, এই তিনে নেই রক্ষা। অর্থাৎ মানুষ জানত উদরে বা পেটে পানি জমে গেলে কারো কিডনি নষ্ট হওয়ার কারণে হাতে পায়ে পানি জমলে বা চোখ মুখ হাত পা ফুলে উঠলে সে আর বাঁচবে না, কারো টি, বি, হলে ক্রমান্বয়ে ফুস ফুস ক্ষয়ে ক্ষয়ে যেদিন ফুস ফুস এপাশ ওপাশ ছিদ্র হয়ে যাবে সেই দিন তার মৃত্যু হবে। লিভার নষ্ট হয়ে গেলেও সে বাঁচবে না, কলেরা বসন্ত হলেও বাঁচার আর কোন আশা থাকে না, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে এমন বহু চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে যা কুরআনি যুগের পূর্বে হয়নি। এতে কি মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি? পূর্বে তো উচ্চ রক্তচাপের কোন চিকিৎসা ছিল না, হার্টে বাল্ব ফিট করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিডনির পাথর বের করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, নষ্ট কিডনী কেটে ফেলে দিয়ে ভাল কিডনি সংযোজনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, ডাইবেটিস রোগ ধরার ও তার চিকিৎসার ও কোন ব্যবস্থা ছিল না, এখন?

(ক) কলেরার সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা করলে কেউই মরে না।

(খ) কিডনি রোগে মরার হার অনেক কমে গেছে।

(গ) উচ্চ রক্ত চাপে মরার হার অনেক কমে গেছে।

(ঘ) ক্যান্সার প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে ক্যান্সারেও লোক মরছেনা, অবশ্য ক্যান্সার চরমে পৌঁছে গেলে সে রুগী বাঁচার কথা নয়, কাজেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে বাড়িতে টেলিভিশন রেখে তার নাটকগুলো না দেখে তাতে শিক্ষামূলক যে হেদায়াত দেয় তা শুনবেন এবং কোন রোগের

www.pathagar.com

লক্ষণ প্রথমে কি ধরা পড়ে এটা শুনবেন এবং কোন অসুবিধা মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে বড় ডাক্তার দেখাবেন। মনে রাখবেন প্রায় কোন ডাক্তারই বলতে চাননা যে এরোগ আমি চিকিৎসা করতে পারব না, সবাই বলবে যে আমি এ রোগ চিকিৎসা করতে পারব, কিন্তু আপনাকে যেহেতু বাঁচতে হবে তাই বড় ডাক্তার দেখাবেন, পাশে হাসপাতাল থাকলে হাসপাতালে যাবেন এক্সপার্ট দেখাবেন কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্পেশালিষ্টকে দেখাবেন, দেরী করবেন না অবোধদের মত। দেহের কোন জায়গার যদি মাংস বেড়ে যায় কিংবা গলায় যদি সুচবিদ্ধ হওয়ার মত ব্যথা থাকে আর ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোন ঔষুধে ভাল না হয় তবে ১৬ দিনের দিন অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন যে ক্যানসার হলো কি না কোথাও মাসং বেড়ে যাওয়াও ক্যান্সারের এক লক্ষণ। এর যে কোন লক্ষণ দেখাদিলেই আজ না কাল করে মোটেই দেরী করবেন না, বড় ডাক্তার দেখান, তাহলে বুঝতে পারবেন এবং কুরআনী যুগের ফজিলত কত এবং ভাগ্যোন্নয়নের আসল ব্যাখ্যা কি ?

গুটি বসন্ত এখন পৃথিবী থেকে প্রায় বিদায়ই নিয়ে ফেলেছে। এতে কি ভাগ্যোন্নয়ন হয় নি? ডাইবেটিস এখন আর মানুষ মারা ব্যধি নেই, রক্তচাপও এখন মানুষ মরা ব্যধি নয়, টিবির চিকিৎসাও এখন পানি বরাবর। এ ভাবে হাজারো ব্যাপারে (রোগের ব্যাপারে) আজ মানুষ নিশ্চিন্ত এটা কি ভাগ্যোন্নয়নের কোন ব্যাপার নয়?

(ঙ) আজ একই জমিতে বছরে ৩/৪ বার ধান দিচ্ছে যা বিজ্ঞানের উন্নতির যুগেই সম্ভব হয়েছে। আজ শংকর ধান, শংকর মুরগী গরু যা আমাদের দেশে আবাদযোগ্য করে তোলা হচ্ছে এতে কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়ন হচ্ছে না?

(চ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কেউ কি জানত যে সমুদ্রের পানির গভীরেও হীরা মুক্তার মত কত অমূল্য সম্পদ আল্লাহ সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন তাও মানুষ পাচ্ছে কুরআন থেকে সন্ধান পেয়ে।

(ছ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কেউই কি জানত যে মাটির গভীরেও মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মত কত লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ আল্লাহ তার বান্দাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন। যতদিন আল্লাহ না বলেছেন যে–

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ـ

www.pathagar.com

মাটির ভিতরকার এবং মাটির উপরের সব কিছুই আল্লাহ তো জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে এ কথা পেয়েই সন্ধান করা হয়েছে যে মাটির নিচে কত সম্পদ আল্লাহ আমাদের জন্যে আমাদের দুনিয়ায় পাঠানর পূর্বেই সৃষ্টি করে রেখেছেন এর ফলে আমাদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেছে তাকি কেউ অস্বীকার করতে পারবো।

(জ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কেউই কি বলতে পারত যে চন্দ্র সূর্য পৃথিবীসহ মহাশূন্যের সব কিছুই ঘুরছে ও চলছে।

(ঝ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কেউই কি বলতে পারত যে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে তাতে হাজার হাজার টন গাছের খাদ্য তৈরি হয়।

(ঞ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কেউই জানতে পারেনি মধ্যাকর্ষন নামে একটা শক্তি আছে, যার কারণে আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে পারছি। যার কারণে ট্রেন দ্রুত চলতে গেলে ট্রেনের চাকা লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যেতে পারে না, যার কারণে পৃথিবীর সব জায়গার লোকই পৃথিবীর দিকটাকেই নিচু মনে করে এবং পৃথিবীর বাহির পাশকে উঁচু মনে করে এবং কেউই পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকেই দুড় দুড় করে অন্য কোন দিকে পড়ে যেতে হয় না, এই মধ্যাকর্ষণের কারণেই বৃষ্টির পানি মাটিতে এসে পড়ে, উপরের দিকে চলে যায় না। যার কারণে গাছের বোটা থেকে ফলের বোটাকে ছিড়ে দিলে ফলটা উপরের দিকে চলে যায় না, পড়ে মাটিতেই যেন আমরা তা ধরে নিয়ে কাজে লাগাতে পারি। এসব যে কুরআন নাযিলের আগে কেউ জানত না, কুরআন যে আমাদের এসব জ্ঞান দিয়েছে এটা কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়?

(প) কুরআন নাযিলের পরই আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যার কারণে আবহাওয়া অফিস থেকে আবহাওয়া সম্পর্কিত খবর প্রতিদিন আমরা জানতে পারি। এতে কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা হয়নি।

وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا - بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কেউ কি বলতে পেরেছিল যে বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকে,

(ট) কুরআন নাযিলের পূর্বে যতদিন না আল্লাহ বলেছিলেন

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ -

www.pathagar.com

ততদিন পর্যন্ত প্লেন চালানোর জন্যে এমন মেশিন আবিষ্কার হয়নি যে মেশিনই বলে দেয় পৃথিবীর কোন এয়ার পোর্টের কোন রান ওয়েতে পৌঁছানোর জন্যে কোন দিকে কত ডিগ্রী কোন করে চালালে প্লেনটা যথা স্থানে পৌঁছাতে পারবে। ঢাকা থেকে হিথরো (লন্ডন) গামী বিমান এমন এক নির্দিষ্ট দিকে যাবে যে সে ভুল করে আর কোনদিকেই যাবে না। এটাও কুরআনের কথা থেকে এ পথ নির্ধারণের যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। এতে কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি?

(ঠ) আল কুরআনে যতদিন না বলা হয়েছে? আসমান গ্রহ উপগ্রহ সব কিছু সৃষ্টির পূর্বে এসব কিছুই ছিল একই মূল বস্তু যা ছিল জলীয় বাষ্পের ধোয়ার পিন্ডুলির ন্যায়। তার থেকে আল্লাহর হুকুমে একই জিনিস থেকে আসমান জমীন, একই মূল পর্দাথ থেকে সৃষ্টি হয়েছে সূর্য, তার থেকে পৃথিবী তার থেকে চাঁদ ইত্যাদি এসব কথা কুরআন বলার পূর্বে কে বলতে পেরেছিল?

(ড) কুরআন বলার পূর্বে কে বলতে পেরেছিল যে সমুদ্রের মধ্যেও মানব জাতির খাদ্য আছে? এসব কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়?

(ঢ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কে বলতে পেরেছিল বিজ্ঞানের প্রথম ছাত্র হজরত আদম (আঃ) এবং বিজ্ঞানের প্রথম ওস্তাদ খোদ আল্লাহ।

(ণ) কুরআন নাযিলের পূর্বে কে বলতে পেরেছিল যে বাতাসের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসীয় পর্দাথ রয়েছে তা এক একটা ভাগ মুতাবিক বা এক একটা গ্যাসীয় পদার্থ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শতকরা হারে থাকে। যার কারণে বায়ু মন্ডলের ভারসাম্য রক্ষা হয়। এই গ্যাসীয় পদার্থের ভারসাম্য নষ্ট হলে মুহূর্তের মধ্যে বায়ু মন্ডলে আগুন ধরে যেতে পারে।

এভাবে কুরআন নাযিলের কারণে মানব জাতির বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতি হয়েছে যার বয়ান করে শেষ করতে পারবে না কেউই তা কি চিন্তা করে থাকি?

এখন আপনিই বলুন, সবে ক্বদরে বা ক্বদরের রাত্রে নফল ইবাদত করবেন তারই কি একার ভাগ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা নাকি কুরআনের উপরে গবেষণা করে তার থেকে গোটা মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ক্বদরের রাতের ইবাদতের যে নিয়ম চালু আছে এবং যা কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে খুবই ছওয়াবের কাজ এর অর্থ এ নয় যে ঐ রাত্রে রাতভর

www.pathagar.com

ইবাদত যে করবে তাঁরই ভাগ্যোন্নয়ন হবে। এটা হলো এইরূপ ধরুন আপনি দারুন মেহনত ও সাধনা করে লেখা পড়া শিখেছেন, আপনি আপনার বিভাগেই নয় বরং দেশের সবকটি ইউনিভারসিটির প্রত্যেকের চাইতে মেধা তালিকায় আপনার নাম রয়েছে শির্ষে। তখন আপনি যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্যে মিলাদ পড়ান মিষ্টি বিতরণ করেন এটা কি এই জন্যে করেন যে এর মাধ্যমে আমি আল্লাহকে খুশী করব, যেন আল্লাহ আমার পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করে দেন। রেজাল্ট ভাল হয়েছে দেখেই এ শুকরিয়া আদায় অর্থাৎ মিলাদ পড়ান ও মিষ্টি বিতরণ করা। এর কোনটা আগে আর কোনটা পরে? আগে তো আপনার পাওয়া তার পরই তো শুকরিয়া আদায়। ঠিক তেমনই ক্বদরের রাতে যা পাওয়ার তা পেয়ে গেছি আল কুরআনে। এখন ক্বদরের রাতের ইবাদত হলো কুরআন থেকে যা পেয়েছি তার শুকরিয়া আদায় মাত্র।

এ সূরায় বলা হয়েছে

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ

অর্থাৎ হাজার রাতের চাইতে উত্তম রাত এই ক্বদরের রাত। এর অর্থও এ নয় যে এ রাত্রে ইবাদত করলে ১ হাজার মাসের রাত অর্থাৎ ১০০০×৩০ = ৩০০০০ হাজার দিন। কাজেই এক রাতের ইবাদতের সওয়াব হবে ৩০ হাজার রাতের ইবাদতের সমান। এর মূল অর্থ হলো এ রাতে তোমাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে আল কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ যা দান করেছেন তা বিগত যুগের হাজার হাজার রাতেও মানব জাতিকে দেয়া হয় নি, অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার রাতে তোমরা যা পেলে বিগত দিনের মধ্যে কত হাজার মাস গুজরে গেছে, যে মাসের মধ্যে এইরূপ একটা রাত কখনো আসেনি যে রাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। এইটাই خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ মূল ভাবার্থ। এর পর سَلٰمٌ هِىَ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ এর মূল ভাবার্থ এ রাত্রে যেমন কাজের হুকুম পেলে তা এক বার মেনে দেখ তাহলে দেখতে পাবে আল-কুরআনের প্রত্যেকটি নির্দেশ মানার মধ্যেই রয়েছে শান্তি আর শান্তি। আর কুরআনী নির্দেশ থেকে তোমরা যতই সরে পড়বে ততই দেখবে

www.pathagar.com

অশান্তি আর অশান্তি। শান্তির লেশ মাত্রও পাবে না। এ শুভ বুদ্ধি কি আমরা এ সূরার তাৎপর্য থেকে বুঝতে সক্ষম হব? আশা করি হব। এর পর বাকি এতোক্ষণ ভাগ্যোন্নয়নের যে সব যুক্তিগুলো দিয়েছি তা সুক্ষ্য নজরে দেখার মত মন থাকতে হবে। এবার কিছু যুক্তি দিতে চাই মোটা নজরে সবার চোখে ধরা পড়বে। যথাঃ কুরআন নাযিলের পূর্বে সমাজে যে সব অপকর্ম চালু ছিল তার দিকে লক্ষ্য করুন এবং কুরআন নাযিলের পরে সমাজের অবস্থা কেমন হলো তার দিকে লক্ষ্য করুন। দেখবেন কুরআন নাযিলের পূর্বে মানুষ কত দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল এবং কুরআন নাযিলের পরে সেই দুর্ভোগগুলো কি করে দূর হয়ে গেল। দেখুন কুরআন নাযিলের পূর্বে শুধু আরব সমাজেই ছিল–

১। নিজের মেয়েকে জ্যান্ত কবর দেয়া, এটা কুরআন বন্ধ করল। এর দ্বারা কি ঐসব শিশু বাচ্চা মেয়ে সন্তানগুলোর ভাগ্যের উন্নয়ন হলো না?

২। চালু ছিল লোক হত্যা, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি মদ-মাতালি, জুয়া ও ব্যভিচার, শক্তিমানদের জুলুম নির্যাতন আর দুর্বলদের তো জীবন নিয়ে টিকে থাকাই ছিল কত কষ্টকর। ঐ জামানার সামাজিক অবস্থাকে বুঝানোর জন্য আরবের এক প্রসিদ্ধ কবি জুহাইর বিন আবু সাল্‌মা তিনি আরবী ছন্দে একটা কবিতায় যা লিখেছেন আমি তার বাংলা অনুবাদ করে কবিতার ছন্দেই তা শুনাচ্ছি, পড়ুন কবিতার ছন্দ–

অস্ত্রবলে নিজেকে যে না পারিবে বাঁচাতে,
ধ্বংস তাঁর অনিবার্য পারবে না সে বাঁচিতে।
আগ বেড়ে যে অত্যাচার না পারিবে করিতে,
মজলুম তাকে হতেই হবে,এ আরব ভূমিতে।

তৎকালীন আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র রয়েছে এ ছন্দ কটার মধ্যে। আর আরবে তখন গোত্রবাদ জারি ছিল, যার ফলে নিজের গোত্রের চরম দুষ্ট লোকও তাদের কাছে ভাল ছিল এবং ভিন্ন গোত্রের একেবারে নির্মল চরিত্রের লোক ও তাদের ভিন্ন কওমের নিকট তারা খারাপ ছিল।

কুরআন নাযিলের পরে কি এই সব অপকর্মের যুগ শেষ হয়ে সেখানে কি একটা স্বর্ণযুগ আসেনি? এটা কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়ন নয়?

www.pathagar.com

ভারতের অবস্থা

ভারতের বেশী নয় মাত্র ২টা উদাহরণই যথেষ্ট মনে করি যথা–

(১) পূর্বে এ দেশের কোন স্বামী মরে গেলে তাদের জ্যান্ত স্ত্রীদের স্বামীদের সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হত। কুরআন নাযিলের পরে কুরআনী শিক্ষা মোতাবেক রাজা রাম মোহন রায় ও তৎকালীন বৃটিশ সরকারের চেষ্টায় এই সতীদাহ প্রথা দূর হয় এটা কি ঐ সদ্য বিধবাদের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়? আর আজ মুসলমানদের কুরআনী আইনের দেখাদেখি বিধবা বিবাহ চালু হয়েছে, এমনকি ঐ সব বিধবা যারা ছিল সমাজের সব চাইতে ঘৃণ্য জাতি, তাদের কি কুরআনী শিক্ষায় সভ্য মর্যাদা দেয়নি?

এটাও কি ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়?

(২) এই উপমহাদেশেই এমন বেহায়াপণা নিয়ম চালু ছিল যা সুরুচি পূর্ণ ভাষা দিয়ে লেখা যায় না। তাই বিষয়টা বলতে আমাকে বাধ্য হয়ে রুচিহীন ভাষায় লিখতে হচ্ছে। সে সময় লজ্জাস্কর নিয়ম চালু ছিল যে নিয়মটা এমন গৃহপালিত পশুদের ব্যাপারে মানুষ সন্ধান করে। অর্থাৎ ভাল জাতের যেমন ধরুন অষ্ট্রেলিয়ান জাতের উন্নত মানের বাছুর পাওয়ার উদ্দেশ্যে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা এঁড়েদের কাছ থেকে গাভীকে প্রজনন করে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনই উন্নত মানের সন্তান লাভের জন্যে এই ভারতীয় সমাজে হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের স্ত্রীদের তাদের স্বামীরাই উন্নত বংশের বলিষ্ঠ যুবকদের নিকট একটা বিশেষ সময়ে রেখে আসত। এভাবে পশু ও মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সেই সমাজের লোক মুসলমানদের কাছ থেকে সভ্যতার শিক্ষা গ্রহণ করল যা মুসলমানরা পেল কুরআন থেকে। তাহলে এতে কি বলা যায় না যে, মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, কুরআনী আইনের সভ্যতা মানুষ লাভ করল, অর্থাৎ কলেমা পড়ে মুসলমান না হলেও মুসলমানদের কাছ থেকে সভ্যতার শিক্ষা গ্রহণ করল।

এটা কি মানব জাতির ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়! ক্বদরের রাতে যে কুরআন নাযিল হয়েছিল, সেই কুরআনী শিক্ষার বদৌলতে পৃথিবী সব জাতির ভাগ্যের উন্নতি হলো যা অস্বীকার করতে পারবে না, ইসলামের চরম শত্রুরাও। এটা কি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়? এরপর প্রথম যেখানে কুরআনী শাসন কায়েম হলো সেখান থেকে–

www.pathagar.com

(১) খতম হলো মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভূত্ব।

(২) অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন খতম হলো চিরতরে।

(৩) অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হলো, মানুষ পেল সভ্য হয়ে সভ্য মানুষের মত বাঁচার অধিকার।

(৪) অশ্লীল ও বেহায়াপনা কাজ চিরতরে বন্ধ হলো।

(৫) দাস-দাসীদের প্রথা চিরতরে উঠে গেল।

(৬) সন্তান হত্যা বন্ধ হলো।

(৭) নারীদের শুধু ভোগের বস্তু মনে করা হত, আর তাদের উপর চালানো হত অকথ্য নির্যাতন। কিন্তু তা বন্ধ হলো চিরদিনের মত।

(৮) দূর হলো কুসংস্কার।

(৯) মানুষ মানুষের জন্যে আর ভয়ের পাত্র রইল না। মানুষ শিখলো মানুষের উপকার করতে।

(১০) মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হলো, পরকাল বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ফলে মানুষের যাবতীয় কাজ কর্ম ইবাদতে পরিণত হলো।

(১১) মুসলমান সারা বিশ্বের সেরা জাতিতে পরিণত হলো মুসলমান হলো সারা দুনিয়ার মানুষকে সভ্যতা শিখানোর ওস্তাদ।

(১২) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখলো মানুষ এই কুরআন থেকে।

(১৩) কুরআনের যারা মালিক এবং কুরআনী শিক্ষায় যারা শিক্ষিত, তারা হলো সারা বিশ্বের ওস্তাদ। আর তাদের কাছ থেকে সভ্যতা শিখে নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতিও নিজেদেরকে সভ্য জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হলো।

(১৪) মানুষের জীবনে নেমে এলো এক নির্ভেজাল শান্তি। আর দুনিয়ার মানুষ খুশীতে নেচে উঠল, দূর হলো জাহেলী যুগের অজ্ঞতার অন্ধকার।

মানুষ পেল নতুন আলোর তথা নতুন জ্ঞানের সন্ধান। এটা কি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপার নয়? এই ভাগ্যোন্নয়নের পথের সন্ধান নিয়ে যে রাতে নাযিল হলো আল্-কুরআন সে রাতকে উপরোক্ত কারণগুলোর কারণেই আল্লাহ্ বললেন لَيْلَةُ الْقَدْرِ লাইলাতুল ক্বদর বা ভাগ্যোন্নয়নের রাত। এ রাতের ইবাদত কারো নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে নয়, এ রাতের ইবাদত হচ্ছে ভাগ্যোন্নয়নের দিশারী কুরআনকে পাওয়ার জন্য

www.pathagar.com

করুণাময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের ইবাদত। এ ইবাদতে বহুত বহুত ছওয়াব মিলবে ঠিকই কিন্তু তাঁর ভাগ্যে ঐ রাতে নতুন করে কিছু লেখা হবে না, মানুষ যা করবে তা আল্লাহ জানেন তাই কোন্ মানুষটার ভাগ্যে কি আছে এবং কে তাঁর নিজের চেষ্টার মাধ্যমে তাঁর ভাগ্যকে কতটুকু উন্নত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে তা আল্লাহর বহু বহু পূর্বে হতেই জানা আছে আর যার সম্পর্কে আল্লাহ যা জানেন তার ভাগ্যে তা আসবেই তবে ক্বদরের রাতে যত বেশী নফল ইবাদত করা যাবে তার ওপর আল্লাহ ততবেশি খুশি হবেন। (তবে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত বাদ দিয়ে নফল ইবাদতে কোনই ফায়দা হবে না।) তার খুশি যে অর্জন করতে পারবে এবং নিজের নেক আমল দ্বারা যে আল্লাহর রাজী খুশীর উপর মৃত্যু বরণ করতে পারবে তাঁর মত সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে? যার মৃত্যুর পরে ভয়ের আর কোন কারণই থাকে না।

জীবজন্তু ও গাছপালারও ভাগ্যোন্নয়ন ঘটেছে

আল্ কুরআন জীবজন্তু ও গাছপালা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে–যা রাসূল (সঃ)–এর ব্যাখ্যায় হাদীস থেকে উদ্ধার করা যায় আমি সংক্ষিপ্তাকারে এর উপর সামান্য কিছু আলোচনা করব মাত্র।

আমরা যেমন গরু জবাই করে খাই, এতে গরু কষ্ট পায় ঠিকই কিন্তু গরুর গোস্ত মানুষের জন্য হালাল হওয়ার কারণে গোস্ত খাওয়ার নিয়তে জবাই করলে তাতে কোন গোনাহ্ নেই। কিন্তু লাঙ্গলে জুড়ে, গাড়ীতে জুড়ে, লাঙ্গল বা গাড়ি চালানোর সময় গরু, মহিষ, গাধা, ঘোড়া, উট, খচ্চর ইত্যাদির যাদেরকে আমাদের কাজে ব্যবহার করি, তাদেরকে তো এক ধারছে বেধরক মানুষ মারতে থাকে। এটা যে মারা যাবে না তা কুরআন নাযিল হওয়ার পরেই রাসূল (সঃ) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের দেহে যখন স্বস্তি থাকে তখন আমরা কোনো কাজ বেশ ভালভাবেই মেহনত করে করতে পারি। আর যখন একটু খারাপ মনে হয় তখন বিশ্রাম করি। কিন্তু গরু বা কোন পশু বলতে পারে না যে কখন তার দেহের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তখন এ অবস্থায় তাদেরকে দিয়ে লাঙ্গল টানাতে বা গাড়ি চালাতে গেলে তারা অলস হয়ে পড়ে। কিন্তু বলতে পারে না কিছুই। তখন মানুষ তাদের অমানুষিকভাবে লাঠি পেটা করে এটা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষেধ

www.pathagar.com

করেছে। মানুষ যদি গৃহপালিত পশুর প্রতিও ইসলামের বিধান মুতাবেক ভাল ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দেয়, তাদের কোন ব্যধি হলে চিকিৎসা করে, তা ইসলামের বিধান মত হলে পশুরাও জীবনে শান্তি পায়। এটাও কি পশুদের ভাগ্যোন্নয়ন নয়? খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাগণ এরূপ বলেছেন যে, আমাদের খিলাফত কালে কোন পশুও যদি আমাদের অবহেলার কারণে কষ্ট পায় তবে তার জন্যেও আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জবাব দিহি করতে হবে। এর মধ্যে কি মানুষ ছাড়া পশুদেরও জানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই?

যে সব প্রাণী মানুষের ক্ষতি সাধন করে তাকে ক্ষতি করার পূর্বেই মেরে ফেলার হুকুম রয়েছে কিন্তু কোন প্রাণীকেই আগুনে পুড়িয়ে কিংবা পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম নেই। তাছাড়া বিনা কারণে কোন একটা প্রাণী মারাও নিষিদ্ধ। কারণ আল্লাহই ভাল জানেন যে তাঁর সৃষ্টি জাহানের সব দিককার ভারসাম্য রক্ষার জন্যে যাবতীয় প্রাণী যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার একটাও বিনা কারণে সৃষ্টি করেননি। এমন কি বিষধর সাপের বিষও মানুষের বিশেষ কোন রোগ চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজন হয়। এছাড়া ছোট বড় যত প্রকার প্রাণী আছে তার কোনটার দ্বারা কি উপকার এটা আমরা না জানলেও আল্লাহ জানেন। তাও মানুষের এবং সৃষ্টি জাহানের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে আল্লাহ যেমন হাজারো ধরনের ছোট বড় জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন তেমন হাজারো ধরনের গাছপালাও সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারার্থে। তাই আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন বিনা প্রয়োজনে গাছের একটা পাতাও ছিঁড়ে না, মেছওয়াক হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে একটা গাছের ডাল ভাঙতে পার কিন্তু বিনা কারণে একটা পাতা ছেড়া বা কোন গাছ বিনা কারণে কেটে ফেলা এসব গোনাহের কাজ। মানুষ যখন এটা জানল, তখন জীব-জন্তু. ও গাছপালা তাদের জীবনে পেল শান্তি। এটাও কি গাছ পালা ও জীব-জন্তুর জন্যে ভাগ্যোন্নয়নের কারণ নয়?

(১) গৃহপালিত পশু যেহেতু মাঠে বিচরণ করে এবং মাঠের ঘাস খায় যা মানুষের মত পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে খেতে পারে না। তাই তাদের খাদ্যের সঙ্গে খেয়ে ফেলে অসংখ্যা রোগ জীবাণু। বিশেষ করে কৃমির জীবানু, তারা প্রত্যেকটি গরু, বকরী, মহিষ ইত্যাদি যারা ঘাস খায় তারা তা খেয়ে ফেলে, ফলে তাদের পেটে হয় অসংখ্য কৃমি। একটা গরু জবাই করে ভুড়ি ফেড়ে ফেলে দেখবেন যে তার গায়ে কোন ফাঁক নেই কৃমিতে

www.pathagar.com

বোঝাই। এই কৃমির কারণে তারা দুর্বল হয়ে যায় রক্ত শুন্যতা দেখা দেয়। গায়ের গোস্ত শুকিয়ে যায় আর সেই সব দুর্বল গরুদের হালে জুড়ে তার সাধ্যের বাইরে তাকে খাটান হয়, তাকে মারপিট করা হয় কিন্তু তাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না। এতে দেখবেন পরকালে শুধু এই পশুদের প্রতি অন্যায় আচরণের কারণে কত হাজারো ব্যক্তিকে আল্লাহর উচ্চতর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাই গৃহপালিত পশু যারা পোষে তাদের প্রতি আমার উপদেশ যে উপদেশ মূলত ইসলামেরই নির্দেশ। তাহল যার থেকে ফায়দা নিবেন তার সুবিধা অসুবিধা দেখবেন, তাদের ভাল পরিমিত পরিমাণে খাবার দিলে তাদেরকে কিছুদিন পর পর পশু চিকিৎসালয় থেকে কৃমির ঔষুধ এনে খাওয়াবেন দেখবেন আপনার যে গরুটাকে কৃমিতে রক্ত চুষে তাকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং মূল্য হয়ত কমে গিয়ে ৩ হাজার টাকার গরুর মূল্য দেড় হাজার টাকায় এসে গেছে। তাকেই কৃমির ঔষুধ খাওয়ান এবং পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ মুতাবিক খাদ্যের ব্যবস্থা করুন, দেখবেন আপনার দেড় হাজার টাকার গরুর মূল্য ৩/৪ মাসের মধ্যেই ৭/৮ হাজার টাকা হয়ে যাবে। এভাবে ইসলামের বিধান মেনে চলুন একদিকে যেমন আপনার গৃহপালিত পশুটাও আরামে থাকতে পারবে তেমন বিক্রি করলেও সে অনেক বেশী মূল্যে বিক্রি হবে। এর মধ্যেও কি পশু এবং পশুর মালিকের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা নেই? অবশ্যই আছে। আমি এমন কিছু গরু ব্যবসায়ীদের কথা জানি। তারা রোগা গরু অল্প টাকায় কিনে এনে তাঁকে প্রথমে কৃমির ওষুধ খাওয়ায় এর পর ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে তার সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করে। ফলে ৩/৪ মাসের মধ্যেই মাত্র ১টা গরু থেকে ৪/৫ হাজার টাকা লাভবান হওয়া যায়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে কুরআন নাযিলের পূর্বে এসব কেউ জানত না, কাজেই সঙ্গত কারণেই বলা হয়েছে কুরআন নাযিলের রাতই ভাগ্যোন্নয়নের রাত। এভাবে লিখতে থাকলে বহুত কিছুই আছে যা লেখা যায়। চিন্তা করলে ক্বদরের রাত বা ভাগ্যোন্নয়নের কত কারণ আছে তা আপনার নিজেরই জ্ঞানে ধরা পড়বে।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত বই

মূল্য

১. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি ---------- ৫০
২. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান ---------- ৫০
৩. সহীহ কুরআন শিক্ষা ---------- ২৫
৪. ইনফাক জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ---------- ২৫
৫. সূরা তাকাসুর আসরের মৌলিক শিক্ষা ---------- ১৫
৬. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা ---------- ১৫
৭. যুক্তি কষ্টিপাথরে পরকাল ---------- ২০
৮. রব মালিক ইলাহ হিসাবে আল্লাহর পরিচয় ---------- ৭০
৯. বিজ্ঞানময় কুরআন ---------- ৪০
১০. সওয়াল জওয়াব (১–৯) খণ্ড পর্যন্ত ---------- ৩০০
১১. শহীদে কারবালা ---------- ২২
১২. সূরা নাস ও ফালাকের মৌলিক শিক্ষা ---------- ১৮
১৩. অমুসলিমদের প্রতি মহা সত্যের ডাক ---------- ৪০
১৪. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা ---------- ২০
১৫. নামাজের মৌলিক শিক্ষা ---------- ১৫
১৬. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক ---------- ৬
১৭. প্রিয় বোন পর্দা কি কেন পর্দা কর না ---------- ৬০
১৮. কেয়ামতের বিভীষিকা (১–২) খণ্ড ---------- ১৬০
১৯. আদাবে জিন্দেগী ---------- ১২০
২০ রোজার মৌলিক শিক্ষা ---------- ১২
২১. সকাল সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ আমল ---------- ৬০
২২. শয়তান পরিচিতি ---------- ২০
২৩. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ---------- ২০
২৪. ইসলামই মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ ---------- ৯
২৫. সূরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা ---------- ১৫
২৬. অপূর্ব অপেরা ---------- ৭৫
২৭. এক নারী দুই স্বামী ---------- ৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫